প্রথম আলো

তারিখ 11 MAR 2013
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

পরিসংখ্যান বিভাগে ফল-বিপর্যয়

মুসা আহমেদ ●

রাজধানীর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগে ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষের প্রথম সেমিস্টারের চূড়ান্ত পরীক্ষা দিয়েছিলেন ৯১ জন শিক্ষার্থী। তাঁদের মধ্যে ৫৮ জনই অকৃতকার্য হয়েছেন। আরেকটি শিক্ষাবর্ষের দ্বিতীয় সেমিস্টার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছেন প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। শিক্ষকেরা বলেছেন, চূড়ান্ত পরীক্ষায় একসঙ্গে এত শিক্ষার্থীর অকৃতকার্যের বিষয়টি এ বিশ্ববিদ্যালয়ে নজিরবিহীন।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী অভিযোগ করেছেন, শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের প্রতি যথাযথ মনোযোগ না দেওয়াতেই এ ফল বিপর্যয় ঘটেছে।

২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষের প্রথম সেমিস্টারের চূড়ান্ত পরীক্ষা শুরু হয় গত বছরের জুলাই মাসে। এতে অংশ নেওয়া ৯১ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫৮ জন অকৃতকার্য হয়েছেন। সব কোর্সে উত্তীর্ণ হয়েছেন মাত্র ৩৩ জন। তাদের গড় সিজিপিএ মাত্র ২.৫০। সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়েছেন 'লিনিয়ার অ্যালজেবরা' কোর্সে।

নাম উল্লেখ করে কয়েকজন শিক্ষার্থী বলেছেন, কোনো কোনো শিক্ষকের পাঠদান অধিকাংশ শিক্ষার্থীই বোঝেন না। এ ছাড়া অনেক শিক্ষক পড়াশোনার বিষয়ে ক্লাসের পরে দেখা করতে গেলে সময় দেন না।

তবে লিনিয়ার অ্যালজেবরা কোর্সের শিক্ষক ছিদ্দিকুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'প্রথম সেমিস্টারে ভর্তি হয়েই অধিকাংশ শিক্ষার্থী মেডিকেল বা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ফের ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়। বিভাগের পড়াশোনায় তেমন মনোযোগী হয় না। ফলে প্রথম সেমিস্টারে অনেকেই অকৃতকার্য হয়।'

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি স্নাতকোত্তর ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষের দ্বিতীয় সেমিস্টার পরীক্ষার ফলাফল দেওয়া হয়। সেখানেও এ ধরনের ফল হয়েছে। ওই পরীক্ষায় দ্বিতীয় সেমিস্টারে কোর্স ছিল ছয়টি। এর মধ্যে অনেকেই গড়ে দুই থেকে তিনটি কোর্সে অকৃতকার্য হয়েছেন। বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে, অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের আবার সবগুলো কোর্সে পরীক্ষা দিতে হবে। এর প্রতিবাদে গত ২০ ফেব্রুয়ারি উপাচার্য বরাবর লিখিত আবেদন করেন শিক্ষার্থীরা।

পাল্টাপাল্টি অভিযোগ শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের

বিভাগের চেয়ারম্যান আশরাফ-উল-আলম হতাশাজনক ফলের জন্য শিক্ষকদের দায়ী করার অভিযোগ উড়িয়ে দেন। তিনি বলেন, 'পাঠদানে বিভাগের সব শিক্ষকই আন্তরিক। যারা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে তাদের অনেকেই নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকে না।'

পাঠ বোঝাতে পারেন না—এমন অভিযোগের সম্মুখীন একজন শিক্ষকের কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'শিক্ষকেরা ফাঁকি দেন না। পড়া বুঝতে না পারা শিক্ষার্থীদেরই ব্যর্থতা।'

আবার পরীক্ষা দিতে হওয়ার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এ কে এম আকারুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের সিজিপিএ-২.২৫ থাকলে সব বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে না। কম হলে পরবর্তী সেমিস্টারের সঙ্গে আবার ভর্তি হতে হবে।'

এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ্ধতি অনুযায়ী কোনো শিক্ষার্থী প্রথম সেমিস্টারে অকৃতকার্য হলে তাঁকে পরবর্তী ব্যাচের সঙ্গে আবার পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে। এরপর যদি আবার অকৃতকার্য হন তাহলে তাঁর ভর্তি বাতিল হয়ে যাবে।